গাংনীতে নবাগত প্রাথমিক শিক্ষকদের সংবর্ধনা ও বার্ষিক মিলনমেলা

মেহেরপুরের গাংনীতে নবাগত প্রাথমিক শিক্ষকদের সংবর্ধনা ও বার্ষিক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘সবার আগে বাংলাদেশ, প্রাণের টানে একস্রোতে’ এবং ‘প্রাথমিক শিক্ষার আলোয় গড়ব আগামীর বাংলাদেশ’ এই প্রতিপাদ্যে আজ রবিবার দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি গোলাম ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন সংগঠনের উপজেলা সভাপতি মাহাবুবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা শাখার সভাপতি গোলাম ফারুক।

এতে আরও বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নাসিরউদ্দীন এটম, আলমডাঙ্গা উপজেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন মুকুল, সংগঠনের নির্বাহী সভাপতি মাসুদুজ্জামান, সিনিয়র সহসভাপতি ও প্রধান শিক্ষক রাশিদুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক ও সহকারী শিক্ষক জসীমউদ্দিন, সহকারী শিক্ষক তানভীর কবির ও সাইফুল্লাহ এবং সহসভাপতি ও প্রধান শিক্ষক ফারুকে আযম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নবাগত প্রাথমিক শিক্ষকদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সভাপতির বক্তব্যে গোলাম ফারুক বলেন, তাঁদের সংগঠন শিক্ষকদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। বর্তমান সরকারকে শিক্ষাবান্ধব উল্লেখ করে তিনি আশা প্রকাশ করেন, শিক্ষকদের পদোন্নতিসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকার কার্যকর উদ্যোগ নেবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের নিজেদের পেশাগত দক্ষতা ও উন্নয়নে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে নবযোগদানকারী সহকারী শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করতে পেরে এবং তাঁদের সম্মানে এমন আয়োজন করায় আয়োজকদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এক দফা দাবিতে গাংনীতে প্রাথমিক শিক্ষকদের মানববন্ধন ও সমাবেশ

শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নিসহ বেতন বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে সহকারি শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড ও প্রধান শিক্ষকদের ৯ম গ্রেড বাস্তবায়নের এক দফা দাবিতে গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের উদ্যোগে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৪টার পরে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে এই মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আক্তারুজ্জামান বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বকুল।

রোকনুজ্জামান পলাশের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ধানখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেন, খড়মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুল ইসলাম, করমদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইব্রাহিম খলিল, সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকলেছুর রহমান, এবাদৎখানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাওছার আলী, হিজলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ শিরিন, বালিয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক রাকিবুল ইসলাম, বালিয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মাসুদ ইখতিয়ার, দিঘলকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আব্দুর রহিম, হাড়িয়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক লাবনী খাতুন, কুঞ্জনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক জহুরুল ইসলাম, কাথুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আসিফ আহমেদ প্রমুখ।

শিক্ষকদের দাবি ১৩তম গ্রেড এর বেতন স্কেল তাদের জন্য চরম বৈষম্যের। এই গ্রেডে চলতে পারে না একজন শিক্ষকের সংসার। মাত্র ১৫ দিনের মতো চলার পর তাদের ধার দেনা করে চলতে হয়। যে কারণে ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি। এই দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলমান থাকবে।

পরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মো. ইউনূস এর বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন তারা।

মেহেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষকদের মানববন্ধন

“শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতিসহ সহকারী শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড ও প্রধান শিক্ষকদের ৯ম গ্রেডে বেতন নির্ধারিত করতে হবে ও প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রাণের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধনে আয়োজন করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২ অক্টোবর) বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের সামনে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও সদর উপজেলা শাখার উদ্দ্যোগে স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধন আয়োজন করা হয়।

এ সময় মানববন্ধনে বক্তব্য প্রদান করে সহকারী শিক্ষক শফিকুল ইসলাম মিন্টু, আজহার আলী, আরিফুল ইসলাম, ইনজামুল হক, বিজলী খাতুন, মীর সাদিক, মিনারুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর হোসেন, জাহাঙ্গীর আলম, শাহানা ফিরদৌস, আসাদুল হক সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আকাশ কুমার কুন্ডু কাছে মানববন্ধন উপস্থিত শিক্ষকরা স্মারকলিপি প্রদান করেন।

মুজিবনগরে প্রাথমিক শিক্ষকদের মানববন্ধন

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি’, মুজিবনগর উপজেলা শাখার উদ্দ্যোগে “শতভাগ পদোন্নতিসহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড ও প্রধান শিক্ষকদের ৯ম গ্রেড” বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন ও প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারক লিপি করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

আজ বুধবার বিকালে বৈষম্য নিরসনে প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন সমন্বয় পরিষদের আয়োজনে, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সামনে এ মানববব্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক চাঁদ আলীর সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও ভবানীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারন সম্পাদক ও গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আলমগীর হোসেন, আনন্দবাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফারুক হোসেন, বাগোয়ান দক্ষিনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আরিফুল ইসলাম, গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বক্তিয়ার উদ্দীন প্রমুখ।

মানববন্ধনে মুজিবনগর উপজেলার সকল প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১ শত জন শিক্ষক-শিক্ষিকারা অংশ নেয়।
মানববন্ধন শেষে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবি সম্বলিত একটি স্মারক লিপি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহে প্রাথমিক শিক্ষকদের অনলাইনে রমরমা বদলী বানিজ্য

ঝিনাইদহে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনলাইনে বদলী নিয়ে জালিয়াতির তথ্য ফাঁস হয়ে পড়েছে। এ নিয়ে বদলিচ্ছুক শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ এবং অসন্তোষ বিরাজ করছে। পেশায় জুনিয়র জনৈক এক শিক্ষা কর্মকর্তার স্ত্রীকে বদলির সুযোগ করে দিতে অন্য শিক্ষকদের আইডি থেকে গুরুত্বপূর্ন তথ্য মুছে দিয়ে ভুল ও মিথ্যা তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ফলে জেলার অন্তত ১৩জন সিনিয়র শিক্ষকের বদলি আবেদন বাতিল হয়ে গেছে।

এদিকে অনলাইনে আবেদন বাতিল হওয়া বদলিচ্ছুক শিক্ষকরা এ নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও ঝিনাইদহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। অনলাইনে এই বদলি জালিয়াতির তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফাঁস হওয়ায় পুরো জেলা জুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

অনুসন্ধান করে জানা গেছে, শিক্ষকদের বদলির সার্ভার খুলে দেওয়ার পর জেলার ৬৮৮টি শুন্য পদের বিপরীতে ৩৭৮ জন শিক্ষক অনলাইনে আবেদন করেন। এরমধ্যে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সুরাট ও মাওলানাবাদ ক্লাস্টারে মহা জালিয়াতির তথ্য ফাঁস হয়ে পড়ে। মাওলানাবাদ ক্লাস্টারে সহকারী শিক্ষক পদে চাকরি করেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের এটিইও শাহজাহান রিজুর স্ত্রী সুরাইয়া পারভিন। তাকে ঝিনাইদহ শহরে বদলি করে আনার জন্য একাধিক সিনিয়র শিক্ষকদের অনলাইনে বদলির আবেদন ঢালাও ভাবে বাতিল করা হয়েছে। ফলে ঘুষ বানিজ্যের মাধ্যমে জুনিয়র শিক্ষকদের বদলীর সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, অনলাইনে বদলীর সরকারী সার্ভার উন্মুক্ত হওয়ার ১৫ দিন আগে এটিইও রিজুর স্ত্রী সুরাইয়া পরভিনের আসল তথ্য তার আইডি থেকে ডিলিট করে মিথ্যা ও ভুয়া তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়, যাতে তার স্কোর বৃদ্ধি পায়। আর এই কাজটি ঝিনাইদহ সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার খালেকুজ্জামানের পরামর্শে করেন পুর্ব তেঁতুল বাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তৌহিদুজ্জামান। তিনি নিজেও সুরাট ক্লাস্টার থেকে অনলাইন জালিয়াতির মাধ্যমে বদলি হয়ে ঝিনাইদহ শহরে এসেছেন।